স্বপ্নবিলাসী পাখী

লেখা : কেং কেং

ছবি : চিয়াং ছেং-আন
উ তাই-শেং

স্বপ্নবিলাসী পাখী

বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়
বেইজিং ১৯৮০

প্রথম সংস্করণ ১৯৭৮
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮০

২৪, বাই ওয়ান যুয়াং, বেইজিং, চীন
চীন গণ প্রজাতন্ত্রে মুদ্রিত

এক সময় একটি ছোট্ট সুন্দর পাখী নিজের রূপ নিয়ে খুব বড়াই করত। ফলে সে অহংকারী হয়ে ওঠে।

তার বন্ধুরা তাই ঠাট্টা করে বলত: "গুণ না থাকলে রূপের বড়াই করে কি হবে?"

ঠিক তখনই আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল একটি ঈগল পাখী। সুন্দর পাখী মনে মনে ভাবল : "এভাবে আকাশে বীরের মত ভেসে বেড়াতে পারলে মন্দ হয় না। আমি যদি ঐ ঈগলের মত উড়তে পারতাম!"

ছোট্ট পাখী চীৎকার করে বলল : ''ঈগল কাকা, ঈগল কাকা, আপনি কি আমাকে উড়তে শেখাবেন? আমি আপনার মত উঁচু আকাশে উড়ে বেড়াতে চাই।'' কিন্তু অনেক উঁচুতে উড়ছিল বলে কিছুই শুনতে পেল না ঈগল কাকা।

এখন কি করা যায়? হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঈগলের ওড়া দেখে সে সেটা নকল করল।

ছোট্ট পাখী তার পা বাঁকা করে, উপুড় হয়ে, পাখা দুটি সোজা করল। চোখ জোড়াও বন্ধ করল। সে ভাবল, অত উপর থেকে নীচে তাকিয়ে দেখা যায় না। দেখলেই মাথা ঘুরে যাবে।

স্বপ্ন দেখার মত পাখীটির মনে হল সে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে ঈগলের মত। তার বন্ধুরা প্রশংসা করছে। সে মনে মনে শুনতে পেল বন্ধুদের কেউ কেউ আনন্দে চীৎকার করছে।

তার কি বড়াই! কিন্তু উপর থেকে নীচে তাকিয়ে দেখার লোভ সে সামলাতে পারল না। চোখ খুলতেই সে দেখতে পেল, আগের জায়গায় বসে আছে।

এর ফলে স্বপ্ন ভেঙে গেল পাখীর। এমন সময় কোথা থেকে উড়ে এল এক জোড়া বুনো হাঁস। এতে তার মনে সাহস দেখা দিল। সে হাঁসকেই ওড়া শিখিয়ে দিতে বলবে।

বুনো হাঁস বিশ্রামের জন্য নীচে নামতেই সে দৌড়ে গেল হাঁসের কাছে। মিনতি করে বলল : "হাঁস কাকা, দয়া করে আমাকে উড়তে শিখিয়ে দেন। আমি আপনার এবং ঈগল কাকার মত আকাশের বীর হতে চাই।" খুশী মনে হাঁস রাজী হয়ে গেল।

হাঁস তাকে ধৈর্য সহকারে শেখাল : "তোমার পাখা ছড়িয়ে দাও এবং বার বার নাড়তে থাক।" হাঁস শেখাবার খুব চেষ্টা করছিল এবং ছোট্ট পাখীও আগ্রহের সঙ্গে তা শিখছিল।

প্রথম দিনের পর পাখীটি একটু একটু উড়তে পারত। তাকে সাহস জোগাল বুনো হাঁস : ''মাটি থেকে একটু উপরে ওঠাই যথেষ্ট নয়। ভালোভাবে ওড়া শিখতে হলে বিভিন্ন অবস্থায় অভ্যেস করতে হবে।''

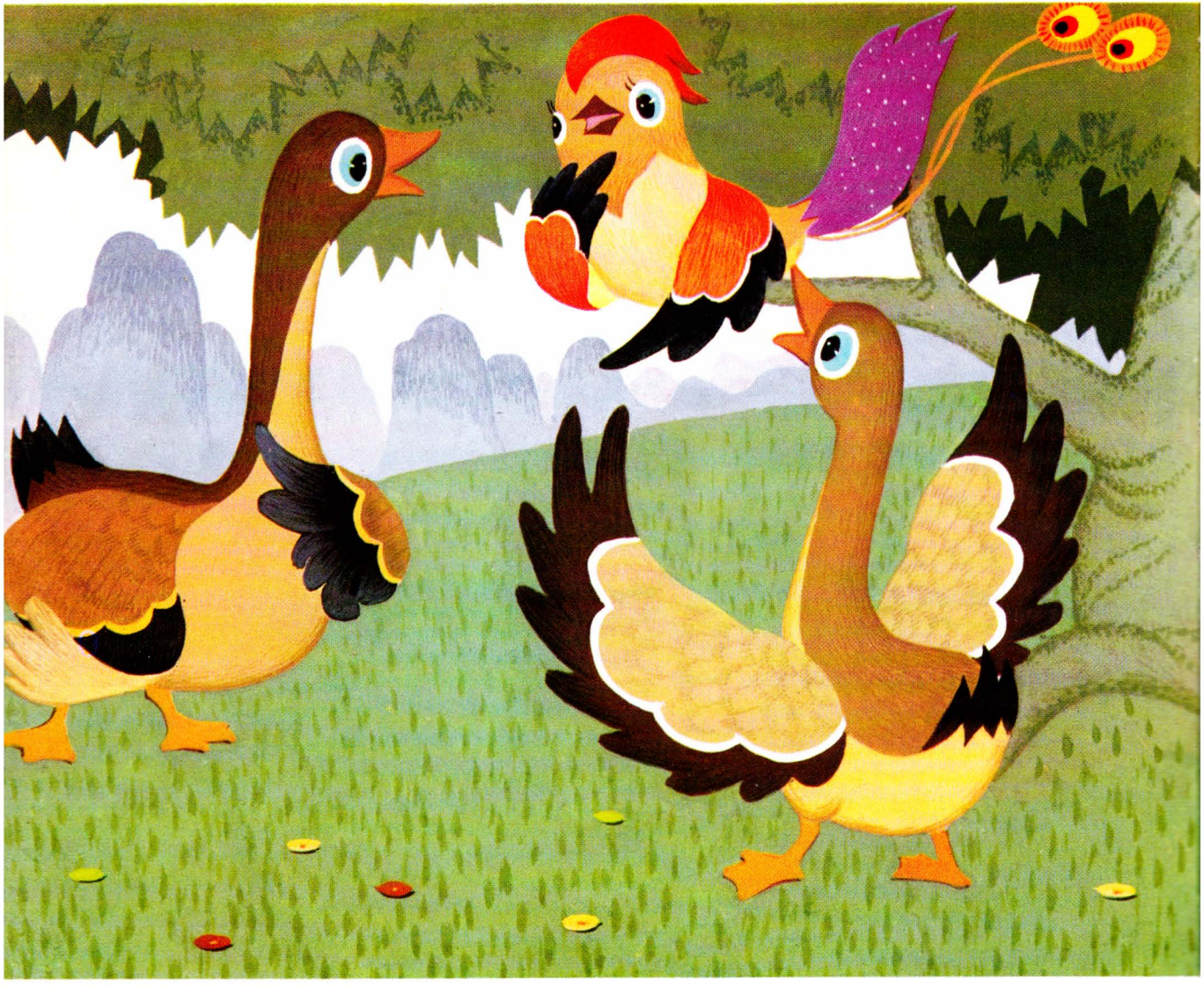

দু দিন পার হয়ে গেল। পাখীটি উড়তে পারত, কিন্তু বেশী উঁচুতে নয়। সে চিন্তিত হয়ে বলল : "বুনো হাঁস কাকা, আমার ছোট্ট ডানা দিয়ে উপরে ওড়া সম্ভব নয়।" বুনো হাঁস জবাব দিল : "এতে কিছু আসে যায় না। তুমি হাল্কা, বার বার অভ্যেস করলে উপরে উড়তে পারবে।"

তৃতীয় দিনে পাখীটি সারা গায়ে ব্যথা অনুভব করল এবং উড়তে শেখা ছেড়ে দিতে চাইল। যখন বুনো হাঁস তাকে শেখাতে এল তখন সে ছুল করে পালিয়ে গেল। ঠিক করল আর উড়তে শিখবে না।

একদিন সে দেখল, জলাশয়ে সাঁতার কাটছে একজোড়া চীনা হাঁস। সে তাদের খুব প্রশংসা করল। মনে মনে ভাবল : " সাঁতার শিখে জলের বীর হতে পারলে কতই না মজা হত ?"

উড়ে গিয়ে শাপলা পাতার উপর বসে সে অনুরোধ করল : "ভাই, দিদি, দয়া করে আমাকে সাঁতার কাটা শিখিয়ে দেন। আমি জলের বীর হতে চাই!" চীনা হাঁস জবাব দিল : "ভাল কথা। তোমার সংকল্প থাকলে নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে শেখাব।"

ছোট্ট পাখী সাঁতার শেখা শুরু করল। কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতে হঠাৎ পেটে পানি ঢুকতেই সে প্রায় কেঁদে ফেলল। চীনা হাঁস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল : "ভয় পেয়ো না। সাঁতার কাটা শিখতে হলে এ রকম পানি ঢোকা এড়াতে পারবে না।"

পর দিন আরো কিছু পানি ঢুকলে সে সাঁতার শেখা ছেড়ে দিতে চাইল। চীনা হাঁস তাকে সাহস জোগাল। কিন্তু কথায় কান না দিয়ে সে তীরে চলে গেল।

ঠিক তখনই তাকে খুঁজতে এল বুনো হাঁস : ''ছোট্ট সুন্দর পাখী, এ কয়দিন তুমি কোথায় ছিলে ? আমরা তোমাকে বিভিন্ন জায়গায় খুঁজেছি। তুমি কি ওড়া শিখে আকাশের বীর হতে চাও না ?''

"শিখতে চাই না, শিখতে চাই না! ওড়া শেখা মজার ব্যাপার নয়।" মাথা নেড়ে এই কথা বলে সে চলে গেল।

ছোট্ট পাখী এর পর বনে এসে শুনল ভরত পাখী গান গাইছে। তার খুব ভালো লাগল ভরত পাখীর মিষ্টি গান।

সুতরাং সে ভরত পাখীর কাছ থেকে গান শিখতে চাইল। সে ভাবল : "ওড়া শেখা খুব কষ্টকর। সাঁতার শিখতে গেলে পেটের ভেতর পানি ঢুকে যায়। নিশ্চয়ই গান শেখা খুব সহজ। গায়ক হলে মন্দ হয় না!"

পাখীটি ভরত পাখীকে জিজ্ঞাসা করল : "ভাই ভরত, আমি গায়ক হতে চাই, আপনি কি আমাকে গাইতে শেখাবেন?" ভরত পাখী আন্তরিকতার সঙ্গে জবাব দিল : "নিশ্চয়ই। কিন্তু তোমাকে রোজ ভোরে গলা সাধতে হবে।"

পরদিন ভোরে ছোট্ট পাখী গলা সাধতে শুরু করল। এর সঙ্গে বার বার তাল মেলাল ভরত পাখী। মজা পেয়ে বার বার চর্চা করল পাখীটি।

কিন্তু পরদিন কিছু সময় চেষ্টা করার পর সে উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। সে ভরত পাখীকে বলল : "আপনি তাড়াতাড়ি আমাকে গান শিখিয়ে দেন। বার বার এমনি গলা সাধা মজার ব্যাপার নয়।" ভরত পাখী জবাব দিল : "প্রথমে চর্চা করলেই ভালো ভাবে গান গাইতে পারবে।"

তৃতীয় দিন ভোরে পাখীটির দুর্বলতা আবার দেখা দিল। সে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকল। ভোরে উঠে গলা সাধার কথা মনেও আনলো না।

ভরত পাখী তাকে খুঁজতে এলে সে অধীর হয়ে বলল : "প্রতিদিন খুব ভোরে ওঠা আমার সহ্য হয় না। ধন্যবাদ, আমি আর গানের পাঠ চাই না।" হতাশ হয়ে ফিরে গেল ভরত পাখী।

একদিন খুব কাছাকাছি সে কাঠঠোকরার 'ঠক' 'ঠক' 'ঠক' শব্দ শুনতে পেল। শব্দকে অনুসরণ করে গিয়ে সে দেখতে পেল অসুস্থ গাছের চিকিৎসা করছে কাঠঠোকরা। সে মনে মনে বলল : "ঠাকুরদা কাঠঠোকরা খুব নাম করা ডাক্তার,তার কাছ থেকে ডাক্তারী শিখতে পারলে মহৎ কাজ হবে।"

ছোট্ট পাখী কাঠঠোকরাকে অনুরোধ করল : "ঠাকুরদা, আমাকে গাছের চিকিৎসা শিখিয়ে দেন। আমি নিশ্চয় শিখতে চেষ্টা করব।" খুশী হয়ে কাঠঠোকরা জবাব দিল : "নিশ্চয়ই। তুমি কি পোকা দেখে ভয় পাও?"

অবাক হয়ে ছোট্ট পাখী জবাব দিল : ''পোকা ? আমি..... আমি কোন কিছুর ভয়ে ভীত নই !'' কাঠঠোকরা জবাব দিল : ''গাছের ডাক্তার হতে হলে, গাছের পোকা দেখে ভয় পেলে চলবে না। সাহসের সঙ্গে তাদের মেরে ফেলতে হবে।'' ছোট্ট পাখী মাথা নেড়ে সায় জানাল।

সুতরাং কাঠঠোকরা তাকে পোকা ধরা শেখাতে লাগল। এমনি সময়, একটি শুঁয়া পোকা দেখতে পেয়ে সে ভয়ে চীৎকার করে উঠল। সেই সঙ্গে আরেকটি কাজ শেখার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল ছোট্ট পাখীর।

তখন থেকে, আর কোন কিছু শেখার উৎসাহ থাকলো না ছোট্ট পাখীর। সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভাবল : "কাজ না শিখেও, সুন্দর পালক থাকলেই ভালভাবে জীবন কাটানো যায়।" সে মনে মনে বলল : "কেন আমি কষ্ট করতে যাব?"

ধীরে ধীরে শীত নামতে লাগল। গাছের পাতা হলুদ হয়ে গেল। শীতের জন্য বাসা বানাতে, খাদ্য জমাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তার পালকওয়ালা বন্ধুরা। সে কোন কাজ ছাড়া বসে রইল। সবাই তাকে শীতের জন্য তৈরী হতে বলল। সে শুধু চোখ বুঁজে মাথা নাড়ল।

বন্ধুদের কাছে সাহায্যের জন্য যাওয়ার কোন মুখ থাকলো না ছোট্ট পাখীটির। সে কোন কাজ শেখে নি, এমনকি যথেষ্ট খাদ্য জমা করাও নয়। ক্ষুধা এবং ঠাণ্ডায় কাতর হয়ে সে আশ্রয় নিল এক খড়ের গাদায়।

তার বন্ধুরা দুঃখে কাতর হয়ে তাকে বাসা বানাতে সাহায্য করল এবং খাদ্য দিল। তারা তার দোষ কাটিয়ে উঠতেও পরামর্শ দিল।

এই সব দেখে পাখীটি গভীর শিক্ষা পেল। সে দুঃখিত হয়ে বন্ধুদের বলল : "এখন থেকে বিনয়ের সঙ্গে আমি তোমাদের সবার কাছ থেকে কাজ শেখব। দয়া করে আমার ব্যবহার লক্ষ্য করবে।" তার মনের পরিবর্তনে পাখা নেড়ে সবাই আনন্দ জানাল।

美丽的空想家
耿 耿 改编
姜成安
吴带生 绘
*
外文出版社出版
中国北京百万庄路24号
1978年（20开）第一版
1980年第二次印刷
编号：（孟加拉）8050—1822
00075
88—Be—152P